টিপু সুলতানের প্রবাস জয়

আসিফ সালেহ

বাংলাদেশে সন্ত্রাসীদের আক্রমণে নির্যাতিত ও আহত সাংবাদিক টিপু সুলতানের চিকিৎসার সাহায্যার্থে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিলেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে। আসিফ সালেহ ইন্টারনেট ভিত্তিক তার সেই উদ্যোগ ও কর্মকান্ডের কথা লিখেছিলেন দৈনিক 'প্রথম আলো'র ১৫ই মে সংখ্যায়। তারপর আরও বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছে। নির্ভীক সাংবাদিক টিপু সুলতানের চিকিৎসা চলছে বাংলাদেশের বাইরে। ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন তিনি। 'পড়শী'র অনুরোধে আসিফ সালেহ 'প্রথম আলো'তে প্রকাশিত তার লেখাটি পরিবর্ধন করে পাঠিয়েছেন সর্বশেষ ঘটনাবলী সংযোজন করে।

ব্যাপারটা ঘটল হঠাৎ করেই। রোববারের অলস এব দুপুরে প্রতিদিনের অভ্যাস মতো প্রথম আলো পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণ খুলতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল শিরোনাম, "টিপুর জন্য কি আমরা কেউ এগিয়ে আসব না?" তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল ফেনীর টিপু সুলতানের কথা। দু'মাস আগে ওর ওপর হওয়া নির্যাতনের খবর পড়ে মন খারাপ হয়েছিল ভীষণ। কিন্তু আর দশজন প্রবাসীর মতো সেটা বড় জোর একদিনের মন খারাপ হওয়াতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। মতিউর রহমানের লেখাটি যেন ধাক্কা দিয়ে জেগে ওঠাল আমাকে। যে ছেলেটা এতটা সাহস করে দোর্দন্ড প্রতাপশালী জয়নাল হাজারীর বিরুদ্ধে লিখেছিল, যাকে শ্রেষ্ঠ সংবাদদাতার পুরস্কার দিয়ে আমরা পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলাম, ওর এই দু:সময়ে আমরা এত চুপ কেন?

কে এই টিপু সুলতান? বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থা ইউ.এন.বি-র শ্রেষ্ঠ সংবাদদাতার পুরস্কার পাওয়া সাংবাদিক টিপু। ফেনী থেকে নিয়মিত সে সাহসী সব রিপোর্ট পাঠিয়ে গেছে গত কয়েক বছর বিভিন্ন হুমকি উপেক্ষা করে। ফেনীর সর্বময় কর্তা, সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারী এবং তার পাঁচশ সদস্যের সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে লিখতেও সে কুণ্ঠা বোধ করেনি। ফেনীর গডফাদার বলে পরিচিত এই হাজারী ফেনীতে ততদিনে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। এই বছর জানুয়ারীর পনেরো তারিখে ফেনীর একটি বালিকা বিদ্যালয় তাদের পুরস্কার বিতরণী সভায় তাকে প্রধান অতিথি না করার দু:সাহস দেখিয়েছিল। 'শাস্তি'স্বরূপ তার সন্ত্রাসী বাহিনী সম্পূর্ণ স্কুলটি গুঁড়িয়ে দেয় মাটিতে। ফেনীর এই ঘটনার রিপোর্ট পাঠিয়ে টিপু তার সর্বনাশ ডেকে আনে। রিপোর্টটি প্রধান প্রধান বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত হওয়ার তিনদিনের মধ্যে জানুয়ারী ২৫-এ টিপুকে পাঁচ-ছয়জন মুখোশধারী ধরে নিয়ে যায় এবং তাকে হকি স্টিক দিয়ে পিটিয়ে এবং কুপিয়ে তার দুই হাঁটু এবং দুই হাত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়। মৃত মনে করে তাকে এরপর একটি রিকশার পাশে ফেলে চলে যায় ওরা। এরপরের কাহিনী আরো দু:খজনক। হাসপাতালে এসেও তার রক্ষা হয়নি। সেই মাস্তানদের হুমকির মুখে ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করেনি - ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। টিপুর ভাই এরপর চিহ্নিত সেই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে পুলিশ তার মামলা নেয়নি। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে মামলার পর কোর্টের নির্দেশে পুলিশ মামলা নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তদন্ত এগিয়েছে ঐ পর্যন্তই। এরপর টিপুর বাবা-মাকে ঘর ছাড়া করেছে হাজারীর দল। আর ধীরে ধীরে টিপু এগিয়ে গেছে নিশ্চিত পঙ্গুত্বের দিকে।

প্রবাস থেকে আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে সরব হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। সেই সঙ্গে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ার এবং প্রথম আলো ফান্ডের জন্য প্রবাসীদের কাছ অর্থ সংগ্রহের আবেদন করব বলে ঠিক করলাম। অল্প সময়ে দ্রুত খবর ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যে মাধ্যমটির জুড়ি নেই, সেই ইন্টারনেটেরই শরণাপন্ন হলাম। 'একজন সাহসী সাংবাদিককে সুস্থ করতে সহায়তা করুন' শিরোনামে যে ওয়েব সাইটটি তৈরি করলাম, তা ছিল খুব সাধারণ কিন্তু এতে টিপুর নিগৃহীত হওয়ার ইতিহাস থেকে শুরু করে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী সংবাদপত্রের ক্লিপ সবই জুড়ে দিয়েছিলাম। তথ্যকেন্দ্রিক এই ওয়েব সাইটটিকে আরো মানবিক করার জন্য সাহায্য নিলাম কানাডাবাসী সাহিত্যিক আলম খোরশেদের। অনুরোধ পাওয়ার দুই ঘন্টার মধ্যেই অসাধারণ একটি লেখা ওয়েব সাইটটিতে দেওয়ার জন্য আমায় পাঠালেন তিনি। অত:পর টিপু সুলতানের নতুন স্থায়ী আবাস তৈরি হলো ইন্টারনেটে।

কিন্তু সমস্যা হলো ব্যক্তি আমাকে টাকা দেবে কে বিশ্বাস করে। সংগঠনের অভাবে আমি ওয়েব সাইটের প্রচার শুরু করতে পারছি না। এরমধ্যে যোগাযোগ হয়ে গেল কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টের এশিয়া বিষয়ক সম্পাদক কবিতা মেননের সঙ্গে। কবিতা আগ্রহ দেখালেন টিপু সুলতানের ব্যাপারে। টিপুর নির্যাতনের ব্যাপারে অবগত থাকলেও ঢাকা থেকে পাওয়া সংবাদের ওপর ভিত্তি করে তার ধারণা ছিল টিপুর সংবাদ সংস্থা ইউএনবি তার সমস্ত চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করছে। অবিলম্বে টিপুর জন্য কবিতা কিছু ফান্ডের জন্য আবেদন করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। কবিতার সঙ্গে কথোপকথন আমার কাজে এনেছিল এক দারুণ রকম প্রাণশক্তি। মনে হলো টিপুর জন্য অবশেষে কিছু একটা করতে যাচ্ছি।

পূর্ণোদ্যমে যোগাযোগ করলাম 'স্পন্দন' এবং বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন (বাফি) নামক দুটি অরাজনৈতিক নিরপেক্ষ এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ই-মেইল মারফত। মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে ফোন বেজে উঠল অফিসে। অন্য প্রান্তে বদরুল হোসেইন, বাফির সভাপতি। টিপুর ব্যাপারটির সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন এর আগে থেকেই। আমার উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বললেন, 'লেটস ডু ইট।' দ্বিগুণ উৎসাহে

আমি অত:পর ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওয়েব সাইটটির প্রচারের কাজে। এরপরের দুই সপ্তাহের কাহিনী ইন্টারনেটে বাংলাদেশের অসংখ্য ওয়েব সাইটের এক বিরল সহযোগিতার কাহিনী; টিপু সুলতানের সঙ্গে অগণিত প্রবাসীর একাত্মতার কাহিনী এবং সমগ্র পৃথিবীতে ফেনীর টিপু সুলতানের সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ার কাহিনী।

বাফির কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার পর এবার আমার কাজ হলো ওয়েব সাইটের প্রচার করা। এর জন্য বাংলাদেশীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু ওয়েব সাইটকে চিহ্নিত করলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম এদের মাধ্যমে প্রচার চালাব। আমার স্ত্রী ঈশিতা পেশায় একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার। সেজন্য বিজ্ঞাপন তৈরিতে খুব অল্প সময়ই খরচ হলো। ইতিমধ্যে 'প্রথম আলো' পত্রিকার ইন্টারনেট সাইটে প্রথম পাতায় বিশাল করে আমাদের ওয়েব সাইটের উলে-খ করলেন পত্রিকার ওয়েব মাস্টার শাহাদাত হোসেইন। তহবিল সংগ্রহের মোড় ঘুরল তখনই। ওয়েব সাইটে দর্শকের ভিড় বেড়ে গেল নাটকীয়ভাবে।

২৪ ঘন্টার মাথায় এমনিভাবে একে একে ডেইলি স্টার, ভারচুয়াল বাংলাদেশ, ই-মেলা, এনএফবি, অনন্ত বার্তা প্রভৃতি জনপ্রিয় সাইটগুলোতে টিপু সুলতানের ছবিসহ একটি ব্যানার বিজ্ঞাপন শোভা পেতে লাগল। বলাবাহুল্য, এসব বিজ্ঞাপনই বিনামূল্যে দিতে রাজী হলেন প্রত্যেক ব্যবস্থাপক। দর্শক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল টিপু তহবিলে দানের অঙ্গীকার। অস্বীকার করব না প্রথম দিনে দর্শক সংখ্যার তুলনায় দানের পরিমাণ দেখে একটু হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু এরই মাঝে এল নববর্ষের রক্তস্নাত সকাল। ব্যাপারটা কাকতালীয় কিনা জানি না, তবে এই ঘটনার পরপরই অঙ্গীকারের পরিমাণ দ্রুত বাড়তে শুরু করল। রমনার ঘটনায় ক্রুদ্ধ প্রবাসীরা যেন প্রতিবাদ জ্ঞাপনের একটা মাধ্যম খুঁজছিলেন। টিপু সুলতানকে আবার সুস্থ করে তোলার মাধ্যমে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সংকল্প ব্যক্ত করলেন তারা।

ওয়েব সাইটের একটি পাতায় দর্শকদের প্রতিবাদের কথা প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল। খুব দ্রুত ভরে উঠতে লাগল সে পাতাগুলো। জাপান থেকে শুরু করে সুইজারল্যান্ড, উত্তর কোরিয়া, ইরান থেকে বাংলাদেশীরা একে একে জানালেন তাদের ক্ষোভ। বাংলাদেশ থেকে ফারজানা লিখলেন, যত দিন টিপুর মতো মানুষ আছে, আর আছে তাকে সাহায্য করার মতো মানুষ, ততদিন আমাদের আশা আছে দেশকে সঠিক পথে ফেরানোর।

এরই মধ্যে আমার ওয়েব সাইটে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার আবেদনে সাড়া এলো। কানাডা, লন্ডন, সুইজারল্যান্ড, জাপান ও ফিলিপিন্সে স্বেচ্ছাসেবক দল তাদের নিজেদের এলাকায় তহবিল সংগ্রহে নেমে পড়লেন। ফিলিপিন্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ল খান আরিফুল হকের আঁকা টিপুর জন্য তৈরি পোস্টার। সেই পোস্টারকে ভিত্তি করে টিপুর জন্য অনুদান সংগ্রহ করলেন ফিলিপিন্সের বাংলাদেশী ছাত্ররা। জাপানের টিপুও একইভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী ছাত্রদের সাহায্য নিলেন। সুইজারল্যান্ডের দম্পতি সজল ও জুলিয়েট অভিবাসী বাঙালীদের কাছে চাঁদা তোলা শেষ করে ফোন করা শুরু করলেন তাদের আন্তর্জাতিক সহকর্মী ও আত্মীয়দের কাছে। ফলস্বরূপ দানের অঙ্গীকার এলো উত্তর কোরিয়া, ইরান, ইরাকের মতো দূরদূরান্ত থেকে। সপ্তাহের শেষ নাগাদ যখন আমার হাতে প্রথম চেকটি এলো, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন নিউজ গ্রুপে পাঠানো আমার প্রেস রিলিজটি যখন চেইন মেইলের আকারে আমার কাছেই ফেরত এলো, তখন বুঝলাম বাঙালীরা খবরটি ই-মেইল মারফত পাওয়ার পর তাদের বন্ধুবান্ধব আর স্বজনদের কাছে আবার ফরোয়ার্ড করেছে।

প্রতিদিন চেক পাওয়ার পর ওয়েব সাইটটি আপডেইট করেছি তহবিলের নতুন হিসাব দিয়ে। দর্শকের সংখ্যা চললো বেড়ে, প্রতিদিন একটি-দুটি থেকে আট-নয়টি করে চেক পেতে শুরু করলাম। বড় বড় চেকগুলোর চেয়ে খুশি লাগতো ছোট ছোট চেকগুলো পেয়ে, যখন দেখতাম দরিদ্র ছাত্ররা বা ট্যাক্সিচালকরা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতা দিয়েও এই প্রতিবাদে শরীক হয়েছেন।

যারা আর্থিকভাবে সহায়তা দিতে পারেননি, তাদের মধ্যে অনেকে একটি ভিন্ন পাতায় টিপুর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, যা প্রথম আলোর বদৌলতে চলে গেছে টিপুর হাতে। সহায়তা এসেছে অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকেও। নিউইয়র্কের এক মার্কিন কর্পোরেট এটর্নীর কাছ থেকে একদিন ই-মেইল পেলাম টিপুর জন্য একটি ফান্ড রেইজিং ডিনার আয়োজনের ব্যাপারে। ইন্টারনেটে টিপুর কাহিনী পড়ে তিনি এতটাই আহত হয়েছিলেন যে তাকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য মনে করেছেন। সহায়তা পাওয়া গেছে প্রবাসী বাংলাদেশী চিকিৎসকদের কাছ থেকেও। হাতে সময়ের তাড়া না থাকলে হয়তো ওকে মার্কিনী মুলুকেই নিয়ে আসা যেত তাদের সাহায্যে। এছাড়া নিয়মিত ওয়েব সাইটের পরিবর্তন হয়েছে দর্শকদের মূল্যবান মতামতের ওপর ভিত্তি করে। ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা ও ফান্ডের নিয়মিত আপডেট এসেছে বিভিন্ন জনের পরামর্শের প্রেক্ষিতে। এমনি একটি পরামর্শ ছিল ওয়েব সাইটে এমন কারো লেখা দেওয়া যার লেখা পড়ে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা এই সাইটে দান করতে অস্বস্তি বোধ করবেন না। যেমনি বলা তেমনি কাজ। এ রকম ক্ষেত্রে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর কথাই মনে আসে একবাক্যে। অত:পর লন্ডনপ্রবাসী আবুল কালাম আজাম ও শামীম আজাদের দ্রুত কর্মতৎপরতায় একদিনের মধ্যে আমার কাছে এল আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর চমৎকার একটি লেখা, যা তৎক্ষণাৎ চলে এলো ওয়েব সাইটে।

এ রকম অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের তহবিল সংগ্রহ লাভ করে গতি এবং দু' সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার ডলার প্রতিশ্রুতি পেলাম আমরা শুধু ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এসেছে পাঁচ পাউন্ডের চেক, এসেছে ৩০০ ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একজনের ১ হাজার ডলারের চেক। সর্বশ্রেণীর প্রবাসীর এমন অভূতপূর্ব সাড়ায় আমি যখন অভিভূত তখন এলো 'কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস'-এর সেই কবিতা মেননের ফোন। টিপুর জন্য ৫ হাজার ডলারের একটি ফান্ড অনুমোদন পেয়েছে আবেদনের ভিত্তিতে। আনন্দে আমার চোখ বুজে এলো।

এরপরের ঘটনা ঘটেছে দ্রুত। মাত্র এক মাসের মধ্যে দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় হয়ে যাওয়ার পর ৮ই মে টিপু ব্যাংককে যায়। সেখানে তার এ পর্যন্ত পাঁচটি অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং ডাক্তাররা আশা করছেন আরো দুই মাস ফিজিওথেরাপীর পরে টিপু তার বাঁ হাতে ১০০% এবং ডান হাতে ৮০% শক্তি ফিরে পাবে এবং আবার ধরতে পারবে সেই তীক্ষ্ণ কলম। এদিকে টিপুর জন্য তৈরী ওয়েব সাইট (http://savetipu.tripod.com) এ এখনো দর্শনার্থীরা নিয়মিত তাকে শুভকামনা জানিয়ে যাচ্ছেন। ❐

লেখক বর্তমানে ওয়ালস্ট্রীটে একটি ব্যাংকে কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে কর্মরত।